পুলিশ সদস্যর ভেকু দিয়ে মাটি কাটছেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা

মেহেরপুরের গহরপুরে কাজলা নদীর পাড় থেকে সরকারি মাটি অপসারণ করে বিভিন্ন ইটভাটায় নেওয়া হচ্ছে। এ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে মেহেরপুরে কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবলের এস্কেভেটর (ভেকু)। মাটি অপসারণের দায়িত্ব পাওয়া ব্যক্তি জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম ফিরোজুর রহমান ফিরোজ। তবে মাটি অপসারণের জন্য করা নিলামের মেয়াদ শেষ হয়েছে প্রায় তিন মাস আগে।

গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর এলাকায় কাজলা নদীর পাড়ে সরেজমিনে দেখা যায়, স্তূপ করে রাখা মাটি এস্কেভেটর দিয়ে কেটে ট্রাক্টরে বোঝাই করা হচ্ছে। পরে সেসব মাটি বিভিন্ন ইটভাটায় নেওয়া হচ্ছে। এ সময় ঘটনাস্থলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কোনো প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি।

ফিরোজুর রহমান জানিয়েছেন, তাঁর নিজের ভেকু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত কনস্টেবল রবিউলের কাছ থেকে যন্ত্রটি ভাড়া নিয়েছেন।

অন্যদিকে পুলিশ সদস্য রবিউলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এস্কেভেটর ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে। তবে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এস্কেভেটরচালকের সঙ্গে কথা বলে যন্ত্রটির মালিক হিসেবে কনস্টেবল রবিউলের নাম জানা যায়। ফিরোজুর রহমানও বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমার ভেকুটি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে রবিউল ভাইয়ের কাছ থেকে ভেকুটি ভাড়া করে এনেছি। আগে মুজিবনগর থানায় ছিল, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মাটি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি দাবি করেন, রবিউল মুজিবনগর থানায় কর্মরত থাকাকালে বিভিন্ন এলাকায় এস্কেভেটর ভাড়া দেওয়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের দাবি, প্রায় চার বছর ধরে তিনি এ ব্যবসা করছেন।

কনস্টেবল রবিউলের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আপনার মনে হয় কোথাও কোনো ভুল

হচ্ছে। আপনি একটু ভালো করে খোঁজখবর নেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, কাজলা নদী পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় নদীর ১৩ দশমিক ৪০০ থেকে ১৩ দশমিক ৬০০ কিলোমিটার অংশ থেকে উত্তোলিত মাটি বিক্রির জন্য গত ১৫ জুন নির্দেশনা দেওয়া হয়। ‘লট নং-নিলাম-০৬/২০২৫-২৬’-এর আওতায় ৬ হাজার ৭৮৯ দশমিক ৭৫ ঘনমিটার মাটি অপসারণের জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে এস এম ফিরোজুর রহমানকে নির্বাচিত করা হয়। এ জন্য তাঁর দর ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ওই নিলামের মেয়াদ গত ৩০ জুলাই শেষ হয়েছে।

ফিরোজুর রহমানের দাবি, তিনি মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছেন। আগামী রোববার বা সোমবারের মধ্যে অনুমোদনের কাগজ হাতে পাবেন বলে আশা করছেন। বৃষ্টি ও নানা জটিলতার কারণে আগে কাজ শুরু করতে পারেননি বলেও জানান তিনি।

পরে তিনি এক গণমাধ্যমকর্মীকে আগের নিলামসংক্রান্ত কিছু কাগজ হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। পরে আরেক গণমাধ্যমকর্মীকেও একই ধরনের কাগজ পাঠান।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নিলামের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মাটি অপসারণ করতে উপজেলা ও জেলা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন।

তিনি বলেন, জেলা কমিটি অনুমোদন দিলে তবেই তারা মাটি নিতে পারবে। তবে সেটা তারা পেয়েছে কি না, এখন পর্যন্ত আমি জানি না। আমি যতটুকু জানি, কাজটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

নিলামের শর্ত অনুযায়ী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মাটি অপসারণ করতে হবে। পাশাপাশি, সরানো মাটির পরিমাণ পরিমাপ করে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার কথা। তবে সরেজমিনে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিনিধির উপস্থিতি দেখা যায়নি। এতে মাটি অপসারণের অনুমোদন এবং নিলামের শর্ত যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী নাঈম কামাল, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) শান্ত দত্ত ও

উপসহকারী প্রকৌশলী আলমগীর হোসেনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের কেউ ফোন ধরেননি।

এদিকে সরকারি চাকরিতে থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগের বিষয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, আমি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলছি। তবে আপনার আনা অভিযোগের বিষয়টি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই চাকরিবিধি অনুযায়ী তদন্ত সাপেক্ষে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কোলা মোড়ে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার (২৪ অক্টোবর) সকাল থেকে শুরু হওয়া এ কার্যক্রম বিকেল পর্যন্ত দিনব্যাপী চলবে। এতে প্রায় ৫০০ রোগীকে চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার সকালে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। কার্যক্রমে রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন চিকিৎসক ডা. নাঈম।
উদ্বোধনকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। সেই কর্মসূচির আলোকে সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমাদের এ উদ্যোগ। বিশেষ করে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যাঁরা সহজে চোখের চিকিৎসা নিতে পারেন না, তাঁদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা থাকবে।
আয়োজকদের উদ্যোগে দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে প্রায় ৫০০ রোগীর চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেওয়া হবে।

গাংনীতে ৭ কেজি গাঁজাসহ মাদক কারবারি আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৭ কেজি গাঁজাসহ হাসিবুল ইসলাম (৪৬) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন-এসআরবি-১২।

শনিবার (২৪ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলার নওপাড়া ক্লাব পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক হাসিবুল ইসলাম গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের ক্লাব পাড়ার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

এসআরবি-১২ গাংনীস্থ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার কর্তৃক প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের নওপাড়া ক্লাবের কাছে গাঁজা নিয়ে এক ব্যক্তি অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় হাসিবুল ইসলাম আটক করে তার কাছ থেকে ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজাসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(খ) ধারায় মামলা দায়ের পুর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর হাসপাতালে দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে বিএনপির অভিযান অব্যহত

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা এবং ভোগান্তি কমাতে হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

শনিবার সকাল ৭টা থেকে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “হাসপাতালে কোনো ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। রোগীরা যাতে সঠিক চিকিৎসাসেবা পান এবং কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার না হন, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা জরুরি। জেলা বিএনপি সব সময় জনগণের পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মানুষের অধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে জেলা বিএনপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা নাহিদ এনামুলসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

সবজির দাম কেজিতে কমেছে ১০

থেকে ২০ টাকা

মেহেরপুরের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে বিভিন্ন ধরনের সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। তবে মাছের বাজারে দামের তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। সবজির দাম কিছুটা কমলেও ক্রেতাদের উপস্থিতি কম থাকায় আশানুরূপ বেচাকেনা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, পাইকারি ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রির কারণে সাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রেতা সংকটে পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়। বাজারে শীতকালীন সবজির পাশাপাশি সারা বছর পাওয়া যায়—এমন সবজিও বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু পণ্যের দাম কমলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে পুরোপুরি স্বস্তি ফিরেছে কি না, তা নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, বেগুন, শসা, আলু, লাউ, পেঁপে, বরবটি, পটল, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, করলা, কাকরোল, শিম, ফুলকপি ও মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি বিক্রি হচ্ছে। তবে দাম কমার পরও ক্রেতাদের কেনাকাটা তুলনামূলক কম। এতে প্রত্যাশিত বেচাকেনা না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা হতাশা প্রকাশ করেছেন।

বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, কচু ৪০ টাকা, টমেটো ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা, কাঁচামরিচ ৫০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, আদা ২০০ টাকা, শসা ৭০ টাকা, কলা ৩৫ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ ২৫ থেকে ৩০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৬০ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, করলা ৪৫ টাকা, কাকরোল ৫০ টাকা, পুঁইশাক ২০ টাকা, শিম ১১০ টাকা, ফুলকপি ৬০ টাকা এবং মুলা ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে, পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪২ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, কচু ৩০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০ টাকা, বেগুন ৪০ টাকা, আদা ১৮০ টাকা, শসা ৬২ টাকা, কলা ২৮ টাকা, আলু ১৮ টাকা, লাউ ১৭ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ৩৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল ৪৫ টাকা, লালশাক ২০ টাকা, পটল ২৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪০ টাকা, ঝিঙে ৩৬ টাকা, করলা ৩৫ টাকা, কাকরোল ৩৫

টাকা, পুঁইশাক ১০ টাকা, শিম ৯০ টাকা, ফুলকপি ৫০ টাকা এবং মুলা ২৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অনেক সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা কমেছে।

তবে বাজারে কেনাকাটার পরিমাণ খুবই কম। দাম কমলেও ক্রেতা কম থাকায় আশানুরূপ বেচাকেনা হচ্ছে না।

ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবার তাঁদের বেচাকেনা কিছুটা বেশি হয়। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সবজির দাম কমলেও বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি অনেক কম। ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে না।

ক্রেতা রানা মিয়া বলেন, বাজারে এখন শীতকালীন অনেক সবজি পাওয়া যাচ্ছে। এসব সবজির পাশাপাশি অন্যান্য সবজিও রয়েছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সবজির দাম কিছুটা কমেছে। এতে ক্রেতারা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন।

সবজির বাজারে দাম কমলেও মাছের বাজারে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। রুই, সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, গ্লাস কার্প, কাতলা, দেশি চিংড়ি, জিউল, কই ও বাটা মাছ আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ করে দেশি চিংড়ি, বড় কাতলা ও গ্লাস কার্পের দাম তুলনামূলক বেশি। ফলে মাছ কিনতে গিয়ে হিসাব করে চলতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের।

বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩৫০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৩৬০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯৫০ টাকা, জিউল মাছ ৩২০ টাকা, কই ২০০ টাকা এবং বাটা মাছ ১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩২০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২২০ টাকা, তেলাপিয়া ১৮০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬০ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৩৩০ টাকা, বড় কাতলা ৩৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৮২০ টাকা, জিউল মাছ ২৯০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা এবং বাটা মাছ ১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী কবির মিয়া বলেন, বাজারে মাছের দাম বেশি। তাঁরা বাজার থেকে মাছ কিনে ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করেন। কম দামে মাছ বিক্রি করলেও ক্রেতারা দাম বেশি বলে অভিযোগ করেন।

বর্তমানে ব্যবসা করে তাঁরা স্বস্তিতে নেই বলেও জানান তিনি।

মাছ ব্যবসায়ী বকুল হালদার বলেন, আগে যেভাবে মাছ বিক্রি করতেন, এখন আর সেভাবে বিক্রি করতে পারছেন না। এর মধ্যে পাইকারি ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকানের সামনেই খুচরা মাছ বিক্রি করেন। এতে সাধারণ খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রেতা সংকটে পড়ছেন। বিক্রি কমে যাওয়ায় সংসার চালানো ও ব্যবসার খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

মাছের ক্রেতা সাইফুল মোল্লা বলেন, এ সপ্তাহে সবজির দাম কিছুটা কমলেও মাছের দাম গত সপ্তাহের মতোই রয়েছে। মাছ তাঁদের প্রায় প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় থাকে। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় এখন নিয়মিত মাছ কেনা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বাজারে চাল, আটা, ডাল ও চিনিসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি হচ্ছে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল স্বর্ণা চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৪৮ টাকা, লাল স্বর্ণা চাল ৪৬ টাকা, আটা ৪৪ টাকা, মসুর ডাল ৯০ টাকা, কলাই ডাল ১৮০ টাকা, মটর ডাল ৫৫ টাকা, ছোলা ১০৫ টাকা এবং চিনি ১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে, মেহেরপুরের বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস ৮০০ টাকা, খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা এবং ছাগলের মাংস ৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনিহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজির দাম কিছুটা কমলেও মাছের বাজারে স্বস্তি ফেরেনি। অন্যদিকে, ক্রেতাদের উপস্থিতি ও বেচাকেনা কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরাও রয়েছেন দুশ্চিন্তায়। সবজির দাম আরও কমলে এবং বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি বাড়লে বেচাকেনা স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

[redacted]

[redacted] (Law Sheba) [redacted]

[redacted]

রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একটি রাজনৈতিক দলের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং দুর্যোগকালীন সহায়তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যকর বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডভোকেট সাকিলের নতুন দায়িত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আইন পেশার অভিজ্ঞতা এবং কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে তিনি কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে।

মেহেরপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান, এক রাতেই আটক ৪৯

মাদক ও কিশোর গ্যাং বিরোধী অভিযান চালিয়ে এক রাতেই ৪৯ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির।

আটককৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানায় ৪৬ জন ও গাংনী থানায় তিন জন রয়েছে। আটক কৃতদের মধ্যে গাংনী থানার তিনজনসহ ২৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের অভিভাবকদের ডেকে মুচলেকায় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ২৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ‘নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় জেলাব্যাপী কিশোর গ্যাং, মাদক এবং অনলাইন

জুয়াবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। প্রথমদিকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের তাদের অভিভাবকের মুচলেকা নিয়ে তাদের জিম্মাই দেওয়া হচ্ছে। তবে মাদকসহ যারা আটক হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা হবে। এখন থেকে প্রতিনিয়ত এই অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ঝাড়ু হাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা

হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে ঝাড়ু হাতে মাঠে নেমেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের সামনে থেকে এ অভিযান শুরু হয়। পরে হাসপাতাল চত্বর, বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বারান্দায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালান নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমঝুপিতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর মধ্যপাড়া গ্রামে হাসনাহেনা (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহতের বাবা-মা তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ করেছেন। তবে ঘটনাটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শ্বশুরবাড়ির একটি কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে তাঁর শাশুড়ি মাহফুজা পলাতক রয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

নিহত হাসনাহেনা মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের হাসাইনের মেয়ে। প্রায় সাত মাস আগে রঘুনাথপুর গ্রামের মিনহাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্থানীয়দের ভাষ্য, বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরে পারিবারিক কাজকর্ম নিয়ে হাসনাহেনা ও তাঁর শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শাশুড়ির বাড়ির একটি কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় হাসনাহেনাকে দেখতে পান তাঁর চাচি-শাশুড়ি সোহাগী। পরে তিনি আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে নিচে নামান।

চাচি-শাশুড়ি সোহাগী জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে কলার মোচা কাটার জন্য দা নিতে তিনি ওই বাড়িতে যান। এ সময় ঘরের ভেতরে ঢুকে ফ্যানের সঙ্গে হাসনাহেনার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। এমন দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। পরে দ্রুত আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

প্রতিবেশী পরশ জানান, পাশের বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে তাঁরা ঘটনাটি জানতে পারেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাসনাহেনাকে ঝুলন্ত

অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় কয়েকজন মিলে তাঁকে নিচে নামান। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি তিনি।

নিহতের স্বামী মিনহাজ বলেন, ঘটনার সময় তিনি মাঠে কাজ করছিলেন। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, গত তিন দিন ধরে তুলা ওঠানো নিয়ে তাঁর মা ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। তবে ঘটনার সময় বাড়িতে না থাকায় কী ঘটেছিল, তা তিনি সরাসরি দেখেননি।

নিহত হাসনাহেনার বাবা-মা অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে তাঁরা সন্দেহ করছেন।

মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁরা ভেঙে পড়েছেন। তাঁরা ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁদের মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) মজিদ বলেন, বিয়ের পর থেকেই হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল বলে তিনি শুনেছেন। তবে ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি নিচে নামানো অবস্থায় দেখতে পায়। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘরের ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় গৃহবধূকে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। পরে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পর থেকে নিহতের শাশুড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা তদন্ত ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মুজিবনগরে বিএনপি’র দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিএনপির দুই পক্ষের ভয়াবহ সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছে। বুধবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে রাজনৈতিক সহিংসতা জের ধরে এই ঘটনা ঘটে

আহতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের এরশাদ আলী, মাহাতাব উদ্দিন ওরফে পচা ও আসলাম হোসেন। আহতদের মধ্যে এরশাদ মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং আসলাম হোসেন ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।

স্থানীয়রা জানায়, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সদস্য (মেম্বার) পদে প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুলের সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা দুইপক্ষের সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে হামলার ঘটনায় মাহাতাব উদ্দিন, আসলাম হোসেন ও এরশাদ আহত হন। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেহেরপুরে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মুজিবনগর থানার ওসি তদন্ত সেলিম জাহাঙ্গীর সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,বিএনপির দুটি গ্রুপের মধ্যে রাজনৈতিক পূর্ব শত্রুতা জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে । সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।